কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল, কুড়িগ্রাম

Kurigram Police Lines School, Kurigram

বিদ্যালয় কোড-৯১১০ **ইআইআইএন-১৩৮৬৬৯**

প্রসপেক্টাস-২০২৫

পুলিশ লাইন্স, কুড়িগ্রাম

পুলিশ সুপারের বাণী

প্রিয় কুড়িগ্রামবাসী,

আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে শিশু কিশোরদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। লক্ষ্য আলোকিত মানুষ তৈরি করা। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর। আধুনিক বিশ্বের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে আগামী প্রজন্মকে সে ভাবেই গড়ে তুলতে হবে। এখানে বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তৈরি করা হয়। এ জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনে আরও যুগোপযোগী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষার্থীরা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং মেধা ও মননে স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী হবে।

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল এমনভাবে শিক্ষার্থী তৈরি করবে যারা শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনবে, গড়ে তুলবে আলোকোজ্জ্বল একটি নতুন বিশ্ব, যাদের নিয়ে গর্বে ভরে উঠবে আমাদের প্রাণ।

সকলের দোয়া, শুভাশীষ ও সহযোগিতা নিয়ে ১৭তম বর্ষে পদার্পন করেছে আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারী-বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় আমাদের সাফল্য আশাতীত। এই প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার জন্য আপনাদের সহযোগীতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং সুপরামর্শ একান্তভাবে কাম্য।

বর্তমানে প্লে থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত চালু রেখেছি। আমরা পর্যায়ক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করব। ইন্‌শা-আল্লাহ।

ধন্যবাদ সবাইকে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান
পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম
ও
সভাপতি
কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল, কুড়িগ্রাম।

প্রধান শিক্ষকের বাণী

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত একটি জেলা কুড়িগ্রাম। সবদিক থেকে এই জেলাটি অনগ্রসর। **"আর নয় থেমে থাকা"** এ বাক্যটি সামনে রেখে আমাদের পথচলা তথা কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল প্রতিষ্ঠালাভ করে। ২০০৯ সালে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করার পর পর্যায়ক্রমে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পরিচালনা পর্ষদের সঠিক সুচিন্তিত নির্দেশনা ও শিক্ষকগণের আন্তরিকতা মিশ্রিত পাঠদানে শিক্ষার্থীদের ক্রমান্বয়ে যে সফলতা আসবে তা একটি শিক্ষিত জনশক্তি গঠনের মধ্য দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করতে যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এভাবে বিভিন্নমূখী সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ধীরে ধীরে কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থান দখল করে নেবে বলে আমি মনে করি। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও গুণের আলো ছড়িয়ে পড়ুক দেশ ও বিদেশে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
আল্লাহ হাফিজ।

মোঃ শামসুল আলম
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল, কুড়িগ্রাম।

সকলের জন্য উন্মুক্ত ক্যাম্পাস

কুড়িগ্রাম জেলার কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সন্তানসহ সর্বশ্রেণির নাগরিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য স্বনামধন্য এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধন করে নৈতিক , সামাজিক ও ধর্মীয় বিকাশের সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করা , সর্বপরি ভাল ফলাফল অর্জন করে যাতে তারা সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে এবং দেশ ও জাতির উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারে।

প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ সমূহ

অত্যাধুনিক পাঠপরিকল্পনা প্রদান। প্রাইভেট/কোচিং এর পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষেই পাঠ সুসম্পন্ন করা। অত্যাধুনিক Computer Lab এর মাধ্যমে পাঠদান। পুলিশ ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকর্মী দ্বারা শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান। অভিভাবকবৃন্দের সাথে ছাত্র/ছাত্রীদের উন্নয়নকল্পে যোগাযোগ স্থাপন। ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ছাত্র/ছাত্রীদের বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পৃক্ত করা।

ভর্তির নিয়মাবলী

সীমিত আসনে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে প্লে থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গনিত, ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

শিক্ষাক্রম

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুসরণে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০২৫ সাল হতে বিদ্যালয়ে **"প্রভাতি শাখা ও দিবা শাখা"** নামে দুটি শাখা চলমান থাকবে। প্লে হতে দ্বিতীয় শ্রেণি কার্যক্রম সকাল ০৮.০০ টা হতে ১১.০০ টা এবং তৃতীয় হতে দশম শ্রেনি ১১.০০ টা হতে ০৪.০০টা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

* জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্লে থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষাবর্ষ (তিন পর্বে) বিভক্ত। **প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার** মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া অতিরিক্ত ১০/২০ নম্বরের সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহন করা হয়।
* প্রতি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষাবর্ষের শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
* প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন শতকরা ৩৫ ভাগ নম্বর পেলে ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

শ্রেণি পাঠদানের সময়সূচী

শ্রেণি	শীতকালীন	গ্রীষ্মকালীন
প্রভাতি শাখা (প্লে থেকে ২য় শ্রেণি)	০১ নভেম্বর হতে ২৮ ফেব্রুয়ারী সকাল ৮.০০ টা হতে ১১.০০ টা পর্যন্ত	০১ মার্চ হতে ৩১ অক্টোবর সকাল ৭.০০ টা হতে ১০.০০ টা পর্যন্ত
দিবা শাখা (৩য় থেকে দশম শ্রেণি)	০১ নভেম্বর হতে ২৮ ফেব্রুয়ারী সকাল ১১.০০ টা হতে ০৫.০০ টা পর্যন্ত সমাবেশ সকাল ১০.৩০ টা	০১ মার্চ হতে ৩১ অক্টোবর সকাল ১০.০০ টা হতে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত । সমাবেশ সকাল ০৯.৩০ টা
বিঃদ্রঃ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সময়সূচী পরিবর্তন করতে পারবেন		

বেতন পরিশোধের নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নোটিশ মোতাবেক প্রতি মাসের বেতন সেই মাসের ১০ তারিখে পরিশোধ করতে হবে। একসঙ্গে একাধিক মাসের বেতনও গ্রহণ করা হবে। পর পর ২ মাসের বেতন বকেয়া থাকলে ৩য় মাসে জরিমানা হিসেবে শতকরা ৫০/- টাকা জমা দিতে হবে। সকল কার্যদিবসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক , অন্যথায় প্রতিদিন ১০/- টাকা হিসাবে জরিমানা আদায় করা হবে।

শাখা	শ্রেণি	আসন	নতুন ভর্তি ফি	সেশন ফি	অন্যান্য ফি	মাসিক ফি	পরীক্ষা ফি
প্রি-প্রাইমারী শাখা	প্লে	৩০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৫০০/-	৩০০/-
	নার্সারী	৪০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৫০০/-	৩০০/-
	কেজি	৪০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৫০০/-	৩০০/-
প্রাইমারী শাখা	প্রথম	৪০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৫০০/-	৩৫০/-
	দ্বিতীয়	৪০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৫০০/-	৩৫০/-
	তৃতীয়	৪০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৫০০/-	৩৫০/-
	চতুর্থ	৪০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৫০০/-	৩৫০/-
	পঞ্চম	৪০	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৬০০/-	৩৫০/-
নিম্ন মাধ্যমিক শাখা	ষষ্ঠ	৫৫	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৬০০/-	৪০০/-
	সপ্তম	৫৫	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৬৫০/-	৪০০/-
	অষ্টম	৫৫	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৭০০/-	৪০০/-
মাধ্যমিক শাখা	নবম	৫৫	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৭৫০/-	৫০০/-
	দশম	৫৫	৫০০/-	১,০০০/-	১,১৫০/-	৭৫০/-	৫০০/-

বিঃ দ্রঃ- **ভর্তির পর ডায়েরি, বেতন আদায়ের রশিদ বই, টাই, সোলডার, ব্যাচ, পকেট মনোগ্রাম, প্রোসপেক্টাস, সিলেবাস, আই,ডি কার্ড ইত্যাদি স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে।** এই নিয়ম স্কুল কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় পরিবর্তন করতে পারে।

- **সর্বমোট ভর্তি ফি ঃ (পুরাতন ছাত্র-ছাত্রী) = ২,৫০০/= (দুইহাজার পাঁচশত) টাকা।**
- **ঃ (নতুন ছাত্র-ছাত্রী) = ৩,০০০/= (তিন হাজার) টাকা।**

ফলাফল

- জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াডে চতুর্থ স্থানসহ সরকারী -বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহন ও কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন।
- **"স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড"** এ জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান অর্জন।
- প্রতিমাসে **"বেষ্ট স্টুডেন্ট"** নির্বচন।

শিক্ষার্থীদের করণীয় ও বর্জণীয়

* প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিয়মিত স্কুল ড্রেস পরে ও নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে।
* প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শিক্ষার্থীকে যে কোন অমার্জনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কার করতে পারেন।
* আকস্মিক দূর্ঘটনা অথবা অসুস্থতাজনিত কারণে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির সংবাদ দ্রুত শ্রেণি শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জানাতে হবে।
* স্কুল চলাকালীন সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
* নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধূলা এবং অন্যান্য সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
* ডায়েরিতে অভিবাবকের স্বাক্ষর নিয়মিত গ্রহণ করা।
* প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জাতীয় সঙ্গীত ও শপথ জানা বাধ্যতামূলক।

ইউনিফর্ম/পোশাক

বিদ্যালয়ে আসার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ইউনিফর্ম পড়ে আসতে হবে। অপরিচ্ছন্ন, নোংরা ও ভিন্ন পোশাকে বিদ্যালয়ে আসা যাবে না। যদি আসে তাহলে তাকে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। পাশাপাশি যে কোন ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী (ক্যালকুলেটর ব্যতীত) যেমন মোবাইল ফোন, এমপি থ্রি প্লেয়ার , ক্যামেরা, স্বর্ণের অলংকার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অভিভাবকবৃন্দের করণীয় ও বর্জনীয়

* নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী বিধিসম্মতভাবে সন্তানকে প্রতিষ্ঠানে পাঠানো।
* স্বাস্থ্য বিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। যেমনঃ হাত পায়ের নখ কাটা, মুখমন্ডল ও হাত পরিস্কার রাখা, চুল ছোট রাখা ইত্যাদি।
* আত্মিক ও পাঠোন্নতির ব্যাপারে প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা।
* পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে পাঠোন্নতির বিবরণীপত্র গ্রহনপূর্বক তা স্বাক্ষর করে সাত দিনের মধ্যে শ্রেণি শিক্ষককে ফেরত দিতে হবে।
* বিশেষ প্রয়োজনে সন্তানের সাক্ষাত লাভের ক্ষেত্রে অর্ভ্যথনা ঘরে অবস্থান করে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।
* সন্তানের লেখাপড়া সম্পর্কে আলোচনা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত থাকা।

শিক্ষক ও অভিভাবক সমাবেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম পর্ব পরীক্ষার পর অভিভাবক সমাবেশে পরীক্ষার উত্তরপত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল-ত্রুটি নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনাসহ এর প্রতিকার, কর্মপন্থা নিরুপণ এবং ফলাফল সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা/পরামর্শ। এছাড়া প্রতি বছর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার সময় ছাত্র-ছাত্রীর পাঠোন্নতি/অবনতি সম্পর্কে সম্মানিত অভিভাবককে অবগত করানো। এ ব্যাপারে আশুকরণীয় আশানুরুপ ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণে এ ধরণের সমাবেশ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

অপরাধ ও শাস্তি

ক) শিক্ষার্থীর জীবন সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংশোধনের নিমিত্তে শাস্তির বিধান আছে। কোন সিনিয়র শিক্ষার্থী জুনিয়র শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিতে পারবে না। স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা বহির্ভূত কোন কাজ করলে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। জেনে শুনে স্কুলের কোন সম্পদের ক্ষতিসাধন করলে শিক্ষার্থীর নিকট থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

খ) বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কাজ করলে অপরাধী শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হবে।

একনজরে সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম (ক্লাব ভিত্তিক)

০১। সাহিত্য সংস্কৃতিঃ

ক) কুরআন তিলাওয়াত/গীতা পাঠ খ) ডিবেডিং ক্লাব গ) বক্তৃতা ঘ) গণিত উৎসব ঙ) নাট্যদল চ) সংগীত ছ) ধারাবাহিক গল্প বলা জ) সাধারণ জ্ঞান ও আইসিটি ঝ) ক্বিরাত , হামদ-নাত ও ইসলামি সংগীত ঞ) কৌতুক / গল্পবলা ট) বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি ক্লাব ঠ) লাইব্রেরী ড) আবৃত্তি ক্লাব ঢ) লেখক ক্লাব ণ) গণিত অলিম্পিয়াড ত) ফিজিক্স অলিম্পিয়াড।

০২) খেলাধুলা ঃ

ক) ফুটবল ক্লাব খ) ভলিবল ক্লাব গ) বাস্কেটবল ক্লাব ঘ) ক্রিকেট ক্লাব ঙ) টেবিল টেনিস ক্লাব চ) ক্যারাম ক্লাব ছ) লুডু ক্লাব জ) এ্যাথলেটিক্স ক্লাব ঝ) হ্যান্ডবল ক্লাব ঞ) দাবা ক্লাব ট) স্কাউট ক্লাব

০৩) অন্যান্য ঃ

ক) বাগান করা খ) শৃঙ্খলার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি গ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঘ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঙ) প্রজেক্ট তৈরি চ) শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ছ) পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ক্লাব জ) উপকরণ তৈরি

ভর্তির নিয়মাবলী

০১। প্লে থেকে ২য় শ্রেনি পর্যন্ত **"প্রভাতী শাখায়"** ও তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি **"দিবা শাখায়"** শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। ১৫ নভেম্বর থেকে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্কুলের নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র গ্রহন করা হবে। আবেদন ফরম যথাযথ ভাবে পূরণ করে ৩১ডিসেম্বর তারিখের মধ্যেই অফিস চলাকালীন সময় জমা দিতে হবে। ফরম জেমা দেয়ার সময় পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রবেশপত্রে উল্লেখ করা হবে।

০২। প্লে থেকে ২য় শ্রেনি পর্যন্ত প্রভাতী শাখায় আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে।

০৩। ৩য় থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শাখায় আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে।

০৪। কোন কারণ অথবা যুক্তি প্রদর্শন ছাড়াই যে কোন শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতির করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ রাখেন।

০৫। ভর্তির আবেদন পত্রে বর্ণিত সকল তথ্য ও প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দাখিল করতে হবে।

শিক্ষার্থীর শ্রেণিভিত্তিক বয়স

শ্রেণি	প্লে	নার্সারী	কেজি	১ম
বয়স	৪+	৪/৫+	৫+	৬+
ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টন				
শ্রেণি	বিষয় ও মানবন্টন		প্রবেশপত্রে	পরীক্ষার সময়সূচী
প্লে হতে দ্বিতীয় শ্রেণি	বাংলা-১০, ইংরেজি-১০, গণিত-১০ **লিখিত / মৌখিক**		আবেদন পত্রে সংগ্রহের পর প্রবেশপত্রে উল্লেখিত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।	১.৩০ ঘন্টা
তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণি	বাংলা-১০, ইংরেজি-১০, গণিত-১০, বিজ্ঞান-১০ ও সাধারণ জ্ঞান-১০			
৬ষ্ঠ হতে নবম শ্রেণি	বাংলা-১০, ইংরেজি-১০, গণিত-১০, বিজ্ঞান-১০ ও সাধারণ জ্ঞান-১০			

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

প্রধান শিক্ষক

কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স স্কুল, কুড়িগ্রাম।

মোবাইলঃ ০১৭১৯-১০৪৯৭০/০১৩০৯-১৩৮৬৬৯

অফিস সহকারীঃ ০১৭৫০-৫৩৫৮৩৩।